কবিতা

কুণাল বিশ্বাস

ট্রাভেলগ

আছে ভয়, তুমি প্রেত আছো লেখা দেয়াল আঁধারে
ইবাদতপুর এলে মনে এল রাত চুরমার
ফলে তুমি পলাতক, দিবসের ফলে শ্যালোঘর দেখা যায়
জল ছাড়ে, জলের সফেদ কণা ঢাল দেখে নীচে

আনা দেশি রুই, পুরনো সাজিতে রাখা
আমি যে আঁশের ভালো সাদাকালো দেখি
ছবি আঁকি, কেঁচো ধরি, শোনা গান বারবার শুনি
ঘাটের অদূর বনঃ মাচাশিম, ঘটলাউ, সারবাঁধা কলা

একটি দায়ের ঘায়ে কাত, কাটে রঙ — মাঠে হাওয়া
যেমন বিড়াল দাঁত চুঁহাগুলো পুতুল নেহাত
ধরে- ছাড়ে চাতালের পরে, খালি দেবী উদাসীন
গণেশের চোখ ব্যথা — কায়মনোজল, ব্যাসকূট ভুলে

খৈয়াম

যেই আমি কোনো রঙ শাদায় কাগজে
যেমন পথের শুরু হল
ঘাসে ঘন ভোর হোক চাই
সেই যে রাতের দাঁড়ি, কমাগুলো চাঁদ নিয়ে গেছে

হতে পারে আরামেই ফোটে সব কুঁড়ি
কখন আরেক রঙ সারা দিনমান
গাছে গাছে ফাঁকতাল মহুয়ার ঢোঁক
চোখেমুখে বহে ধীর বাতাস অমিয়

খুঁজে ডাল, পরিসর খুঁজে
ওই সে পাগল নামে দেখি
তালের পাতায়
ছায়া ঘুরে শিহরণ, ডানহাত লিখিছে রুবাই

নির্বাচন

আজ বক মেলে আছে শালুক পুকুর
ডানা নিয়ে কোনো বাক্য নেই
সে জানে ওড়ার খেলাধুলো
চাঁদ কোনো দূরতর গ্রামে
সেখানে জলের ডাক মিলেমিশে শেয়ালের হয়

পুকুর শরীর তোলে পুকুরের থেকে
দেখে বক বাসা থেকে জল গেল দূরে
দিনের ঠিকানাটুকু সরে গেল ওর
নীলফুল, শামুকেরা ভাবে
আর কোনো পুকুরের কথা, ঝিল শাদা

পুকুর উড়েছে হেসে, এখনও ডানায়
নিচু নিচু জরিপের দাগ
পুকুরের সব জল ভূমিরূপ জানে

ধারা

এই যে ঘাসের এক ঝলমলে সকাল ধারালো
আনাজেরা টের পেল সব
গোলাঘর সীমানায় কেউ
আর কেউ খুলে দিল গান
অমিয় নামের ভীরু ছেলেটিকে ডেকে

আর যে ফুলের রাঙা ছাদ
সবার কথার মাঝে গোল
পাখিরাও উড়ে শেষ বনে

একটি নতুন ফোঁটা জল
শোনে তার একাকার সরল পতন

টীকা, দুপুরের

ফুলরোগে ভারী হল গাছ
সাত সাগরের পার আর
        জন্ম পক্ষীরাজ
আকাশ এখুনি ডানা মেলে
সুমতি- কুমতি ডাক, নামের বায়স
অন্তর্ধানপটু
বলো হে প্রবর, যদি লেখো শ্লোক
তোতারঙ বসন তোমার

নিরাময় যদি
বেজি নাম, সর্বসাপহর, বুকে চলে
বাবু জলধর একা মেঘ নয় জানি

সমার্থক

পাখি ডাকে ধরা দেয় পাখি
মগডালে ছাড়ে
কোন গাছে ভোর
হাওয়া তুলে সরে গেছে জানালার দিকে
চোখ বলো, কী দোষ লালের
সে তো রঙ সারাদিন কসাই চাতালে
হননে মুখর তুমি পোকাটির দিকে
যেন খুব শিথিলের মুখোমুখি কাঁটা
তোমার ডাকের যারা ডাকে
কোন গাছে বলো, কোন ডালে রোদরেখা
কম তাই বিকেল সওয়ার
বলো পাখি ভয় কেন ডাকো
ঘন কোন ডাল পাতার আড়ালে থিতু
এই ছায়া কালো
আশা এই ব্যাধ সরে গেছে
তীরগুলি নাচে
সুদূরের মেহগনি, মেঘ খুলে পড়ে, ওড়ো ধীর, চিড়িয়া হে

===

পরিচিতিচিত্রঃ কবি

প্রকৃত একুশ-দশের কবি **কুণাল** বিশ্বাসের জন্ম ২৭ মার্চ, ১৯৯১, বিনয় মজুমদারের স্মৃতিপুষ্ট ঠাকুরনগরে। কারিগরী বিদ্যায় স্নাতক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দফতরে কর্মরত। প্রেমের বিষয় কলনবিদ্যা, স্বদেশ সেন, রাহুল দেববর্মণ ও পশ্চিম ইয়োরোপীয় চিত্রকলা। কুণালের লেখালিখি প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় - *এই সময়, কৌরব অনলাইন, এই সহস্রধারা, হাওয়া ৪৯, ভাষালিপি, সর্বনাম, অহিরা, কবিয়াল চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম, যাপনচিত্র* প্রভৃতি। একটি কবিতার বইঃ *ভ্যান গঘের প্রিয় রঙ* (ভাষালিপি)।